ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পুলিশসহ আহত ২০ শতাধিক গুলি টিয়ারশেল

চবি সংবাদদাতা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী প্রক্টরসহ উভয়গ্রুপের ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শতাধিক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও অর্ধশতাধিক রাউন্ড টিয়ারশেল ছুঁড়ে পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হয় চবি ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক জালাল আহমেদ। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট চত্বরে চবি ছাত্রলীগের দুই সাংগঠনিক সম্পাদকের পৃথক দুই গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় পুরো ক্যাম্পাস দৃশ্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশের গুলিতেই হাতের কব্জি উড়ে যায় এক পুলিশ কনস্টেবলের। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করেনি পুলিশ। এ ঘটনায় দুই পক্ষই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত সন্ধ্যা ছয়টায় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে ছিল।

গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় কাটা পাহাড় রাস্তায় মিজান নামে নগর আওয়ামী লীগ নেতা আ.জ.ম নাসির উদ্দিন সমর্থিত 'সিক্সটি নাইন' গ্রুপের এক কর্মীকে মারধর করে নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সমর্থিত 'ভিএক্স' গ্রুপের নেতাকর্মীরা। এর জের ধরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ অনুষদের সামনে সিয়াম নামে এক 'ভিএক্স' কর্মীকে মারধর করে সিক্সটি নাইন গ্রুপের কর্মীরা। এরপর শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা। সিক্সটি নাইন গ্রুপ অবস্থান নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ ঝুপড়িতে। ভিএক্স গ্রুপ অবস্থান নেয় বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল হলের সামনে। আ.জ.ম নাসির সমর্থিত সিক্সটি নাইন গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপু ও নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সমর্থিত ভিএক্স গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় চবি ছাত্রলীগের অপর সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম।

সিয়ামকে মারধরের পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শাহজালাল হল থেকে ভিএক্স গ্রুপ কলা অনুষদের ঝুপড়ি দোকানে লাঠিসোটা, হাতে নিয়ে সিক্সটি নাইন গ্রুপকে ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে সিক্সটি নাইনের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় জিরো পয়েন্টে অবস্থান নেয়। ভিএক্স অবস্থান নেয় শাহ জালাল হলের সামনে।

দুই পক্ষে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। একপক্ষ অপর পক্ষকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ ঘটনায় ইটপাটকেলের আঘাতে আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর লিটন মিত্র। আহত হয় ভিএক্স গ্রুপের তিন নেতাকর্মী। এ সময় হাটহাজারী সার্কেল এএসপি নিজাম উদ্দিন ও হাটহাজারী থানার ওসি লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে শতাধিক পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ২০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও ১০ রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এর পরপর ভিএক্স অবস্থান নেয় শাহজালাল হলের সামনে। সিক্সটি নাইন অবস্থান নেয় বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশনে। এ ঘটনার দেড় ঘণ্টা পর দুপুর আড়াইটার দিকে ভিএক্স গ্রুপের রাব্বী নামে এক কর্মীকে রেল স্টেশনের সামনে পেয়ে কুপিয়ে জখম করে সিক্সটি নাইন গ্রুপের নেতাকর্মীরা। শুরু হয় আবার সংঘর্ষ।

প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী চলা এ সংঘর্ষে আহত হয় সাত ছাত্রলীগ নেতাকর্মী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৮০ রাউন্ড গুলি ও ৪০ রাউন্ড টিয়ারশেল ছুঁড়ে। পুলিশের গুলিতে আহত হন চবি ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক জালাল আহমদ। ঘটনার পরপর বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের পাশে পুলিশ বিশ্রামাগারে অস্ত্র রাখতে গিয়ে শটগানের গুলিতে হাতের কব্জি উড়ে যায় এক পুলিশ সদস্যের। আহত পুলিশ সদস্যের নাম সিদারুল হক। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভিএক্স গ্রুপের আহতরা হলেন চবি ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক জালাল আহমেদ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের দুর্জয়, আইন বিভাগের জাহেদ, রসায়ন বিভাগের আকাশ মিত্র, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ফরহাদ ও প্রদীপ চক্রবর্তী, অর্থনীতি বিভাগের সৈকত, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অমি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সিয়াম, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রাব্বী, ইতিহাস বিভাগের মুন্না। সিক্সটি নাইন গ্রুপের আহতরা হলেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের মিজান, ইতিহাস বিভাগের ইফতেখার, ইমন ও আরাফাত, দর্শন বিভাগের নীরব, লোক প্রশাসন বিভাগের হাকিম।

সংঘর্ষের পর একে দুষলেন অপর পক্ষকে। চবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মহিউদ্দিন চৌধুরী সমর্থিত ভিএক্স গ্রুপের নেতা আরিফুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'রেলওয়েতে টেন্ডারবাজি করতে গিয়ে শিশু হত্যা মামলার আসামি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপুর ক্যাডারদের নিয়ে সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেদ পরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপর হামলা করেছে। এ ঘটনায় আমাদের ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। প্রশাসন এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'

নগর আওয়ামী লীগ নেতা আ.জ.ম নাসির সমর্থিত সিক্সটি নাইন গ্রুপের নেতা আলমগীর টিপু বলেন, 'ভিএক্স গ্রুপের নেতা ও ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক শিমুল কান্তি বর্মণের সাথে শিবির জামাতের যে অডিও ক্লিপস বের হয়েছে আমরা এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি শুরু থেকে। আর এ কারণে ভিএক্স গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপর হামলা করেছে।' সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেদ বলেন, 'দুই গ্রুপের মধ্যে হামলার ঘটনায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। এই ঘটনায় আমার নেতৃত্ব দেয়ার প্রশ্নই আসে না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রক্টরিয়াল বডির সাথে বৈঠকের পর আমরা তদন্ত কমিটি গঠনসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, 'দুই পক্ষকে সংঘর্ষ এড়াতে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। তারা কথা না শোনায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ায় পুলিশ তাদের গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।' হাটহাজারী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত আলী সাংবাদিকদের বলেন, 'ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড গুলি ও অর্ধশতাধিক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বর্তমানে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'